BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

জানুয়ারি - মার্চ ২০২০ ■ সংখ্যা ০৬ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

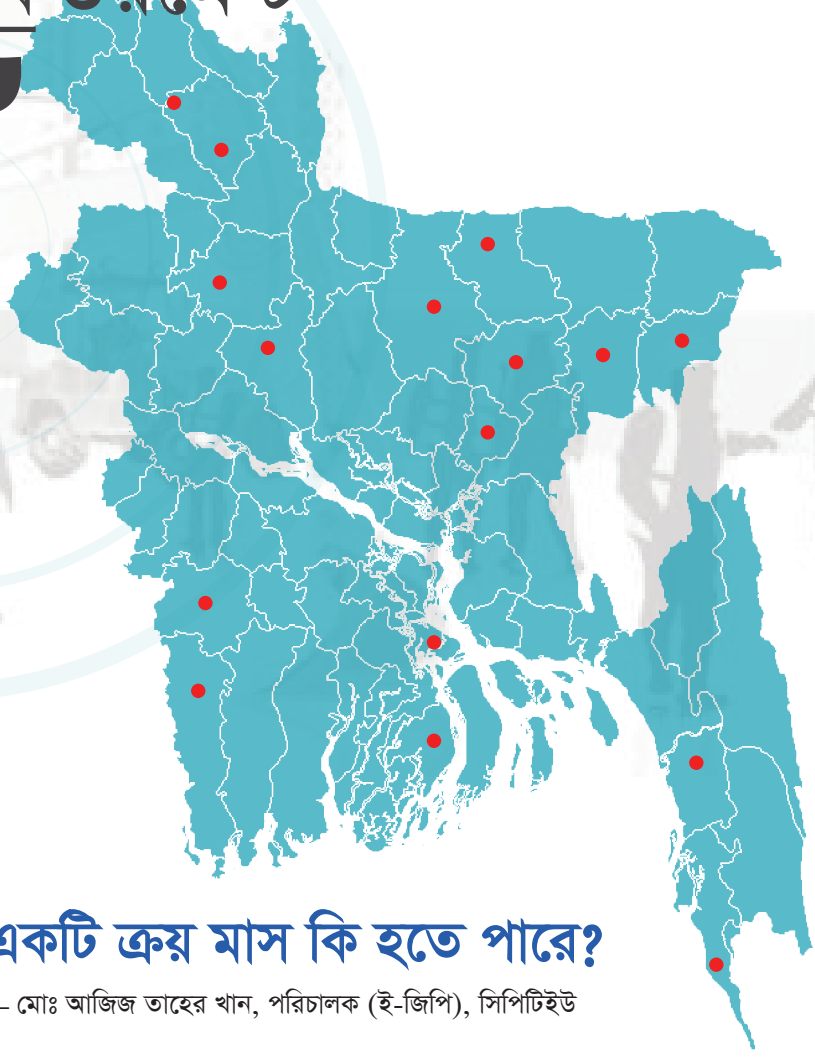

এক নজরে

০৩ নাগরিক সম্পৃক্ততায় বাড়বে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা: বরিশালে বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তারা

০৩ সিপিটিইউ-এর নতুন মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ

০৪ নাগরিক অভিযোগ ও প্রতিকার

০৪ দুই দিনব্যাপী মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

একটি ক্রয় মাস কি হতে পারে?

— মোঃ আজিজ তাহের খান, পরিচালক (ই-জিপি), সিপিটিইউ

উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর জন্য ব্যতিক্রমী একটি মাস মার্চ। প্রতিবছর এই মাসটি সেখানে 'জাতীয় ক্রয় মাস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এ মাসে ক্রয় নিয়ে দেশজুড়ে থাকে নানা আয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব গভর্নমেন্টাল পারচেজিং (এনআইজিপি) বলছে, সরকারি ক্রয় পেশার ভূমিকা গর্বের সাথে উদ্‌যাপন করার মাস হলো মার্চ। সরকারি ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য এটা একটা স্বীকৃতি। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই নন, সরকারি ক্রয়ে সম্পৃক্ত বেসরকারি খাতের পেশাজীবীরাও এই সম্মানের অংশীদার। বলা বাহুল্য, সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রটি কখনই কৌশলগত কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ইতিহাসের বইগুলোর দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয় যে, সরকারি ক্রয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া ও মিশরের পিরামিড

প্রাচীন ইতিহাসে ক্রয়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরীয়দের কাছ থেকে। বিশেষ করে পিরামিড তৈরিতে উপকরণ সরবরাহে নির্ধারিত কোনও ক্রয় কার্যক্রম না থাকলেও বিশাল এ প্রকল্পগুলোর পণ্যসামগ্রী ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হতো। পিরামিড তৈরিতে কী পরিমাণ উপকরণ ও শ্রমিকের প্রয়োজন হচ্ছে- ব্যবস্থাপক তার হিসাব প্যাপিরাস রোলে সংরক্ষণ করতেন। ব্যবস্থাপকগণ অর্ডার প্রদানের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহারের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতেন। এটিই ইতিহাসের প্রথম পেশাদারি ক্রয়কাজ বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ক্রয় বিপ্লব

প্রকৃত অর্থে অষ্টাদশ দশক পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানিক কোনও কাঠামো ছিল না। তবে, ১৮৩২ সালে প্রকাশিত চার্লস ব্যাবেজের 'অন ইকোনমি অফ মেশিনারি অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারস' গ্রন্থে ক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যাবেজ খনির কাজে একজন 'উপকরণ মানুষ' থাকার প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন-যিনি প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা নির্বাচন, ক্রয় ও গণনার কাজ করবেন। এর মাধ্যমে ব্যাবেজ মূলতঃ একজন কেন্দ্রীয় ক্রয় কর্মকর্তার কথাই বলতে চেয়েছেন। ব্যাবেজের এই গ্রন্থটিকে ক্রয় কার্যক্রমের ওপর প্রথম বই হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

শিল্প বিপ্লবের সময় ক্রয় সম্পর্কিত কাজের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। শিল্প বিপবের সাথে সাথে এক ধরণের ক্রয় বিপ্লবও ঘটে যায়। মার্শাল কির্কম্যান ১৮৮৭ তাঁর 'হ্যান্ডলিং অফ রেলওয়ে সাপ্লাইজ' গ্রন্থে রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং বিলি ব্যবস্থাসহ এ শিল্পে ক্রয়ের কৌশলগত দিকের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ক্রয় প্রক্রিয়ার পুন:পরিবর্তন

দূর্ভাগ্যক্রমে, দুটো বিশ্বযুদ্ধ ক্রয় কার্যক্রমকে কৌশলগত ভূমিকা থেকে সরিয়ে করণিক কার্যক্রমের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। যুদ্ধের সময় উপকরণের ঘাটতির কারণে ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র অর্ডার প্লেসমেন্টের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যুদ্ধকালীন এবং মন্দার সময়ে ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র অর্থনীতি চলমান রাখতে পর্যাপ্ত কাঁচামাল, পরিষেবা এবং সরবরাহ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্রয় কার্যক্রমকে বিস্তৃত পরিসরে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ছাড়া আর অন্য কোনও কিছু হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এই সময়ের ক্রয়কে শুধুমাত্র পণ্য ব্যবস্থাপনার ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ক্রয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের ওপর জোর দিলেও মূল্যই বেশিরভাগ চুক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করতো। তবে, এই সময়টিতে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে পেশাদারদের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 'বিভাগীয় মর্যাদা' পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

আশির দশকে পণ্য সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সরবরাহকারীর মান ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। এ সময়ে সরবরাহকারী ব্যবস্থাপনা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং আজও তা অব্যাহত আছে। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ক্রয়ের ভূমিকা কৌশলগত উৎসকরণে রূপান্তর শুরু করে। ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সবরাহকারীদের 'ক্রয় সহযোগী' হিসেবে দেখা শুরু করেন। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির বিষয়েও সরবরাহকারীদের উৎসাহিত করতে থাকেন। আর এর মাধ্যমেই ঘটে ক্রয়ের আধুনিক যুগের সূচনা।

ক্রয়ের বিকাশ

বর্তমানে ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর সাফল্যের জন্য ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যোগ্য দরপত্রদাতা নির্বাচন ও মূল্যায়নসহ ক্রয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা অংগীকারাবদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রয়ের ক্রমবিকাশে নতুন মাত্রা দিয়েছে প্রযুক্তি। বর্তমানে ইলেকট্রনিক পোর্টালের মাধ্যমে আরও বেশি দক্ষতার সাথে কৌশলগত ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্রয়ের কৌশলগত দিক যেমন অর্জিত হচ্ছে, তেমনি ক্রয়কারী সংস্থা এবং দরদাতাদের সময়-খরচ দুটোই কমে আসছে।

ক্রয়ের দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও বিভিন্ন সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর কৌশলগত অংশ হিসেবে এর ভূমিকা এখনও অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পেশাদার ক্রয় কাজের যেমন দ্রুত বিকাশ ঘটেছে তেমনি এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তির নানা সুবিধা। বেড়েছে ক্রয় সংক্রান্ত পেশাজীবীর সংখ্যা ও তাদের কাজের পরিধি। ক্রয় কাজের সাথে যুক্ত পেশাজীবীরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছেন। সংস্থার বাজেট প্রণয়ন থেকে শুরু করে ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করছেন তারা। একইভাবে ক্রয়চুক্তি বাস্তবায়ন, কাজের যথাযথ মান বজায় রাখা ও হস্তান্তরের কাজটিও করেন তারা।

সবদিক বিবেচনায় উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও বছরের কোনও একটি মাস ক্রয় মাস হিসেবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ক্রয়কাজে যুক্ত পেশাজীবীদের প্রতি আমরা সম্মান দেখাতেই পারি। এর মাধ্যমে ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্টরা যেমন আরও বেশি উৎসাহিত হবেন তেমনি ক্রয় কাজে সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশ ও প্রসার ঘটবে বলেও আশা করা যায়।

সূত্র: দ্য হিস্টি অব প্রকিউরমেন্ট - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থেকে সংগৃহীত ও অনুদিত

নাগরিক সম্পৃক্ততায় বাড়বে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা

বরিশালে বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তারা

সরকারি কার্যক্রমকে আরো বেশি স্বচ্ছ, গতিশীল ও জবাবদিহিতামূলক করতে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিকল্প নেই। বরিশালে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সকাল ১১টায় বরিশাল সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে এটি ছিল ৫ম বিভাগীয় কর্মশালা।

কর্মশালায় জানানো হয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) দেশের ৮টি বিভাগের ৪৮টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে সরকারি ক্রয় কাজ বাস্তবায়নে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কাজ করছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (বিআইজিডি) এই কাজের জন্য সিপিটিইউ'র পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে।

কর্মশালায় সিপিটিইউ, বিআইজিডি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও সাধারণ নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা ও বক্তব্যের পর উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব ও দলীয় কাজে অংশ নেন অংশগ্রহণকারীরা। সরকারি কর্মকর্তা, টেন্ডারার, নাগরিক পর্যবেক্ষক দল ও সাধারণ নাগরিক-গ্রুপে ভাগ করা হয় অংশগ্রহণকারীদের। গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন।

দলীয় কাজের পর উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি খুবই গুরুতপূর্ণ মনে করেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, এতে করে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হয় বলে মনে করেন তাঁরা।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইএমই বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মো. ফয়েজউল্লাহ বলেন, জনগণের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের অর্থে সরকার ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের ভূমিকা রয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের স্বচ্ছতা জানার অধিকার জনগণেরও রয়েছে। আগের চেয়ে সরকারি ক্রয়ের গুরুত্ব ও আকার দুটিই বেড়েছে। আগামীতে এই আকার বাড়তে থাকবে। তাই সরকারি ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছে সরকার। নাগরিকদের এসব বিষয়ে তথ্য প্রদান ও তাদের মতামত জানার মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে বলে জানান সচিব আবুল মনসুর মো: ফয়েজউল্লাহ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমই বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মো: ফয়েজউল্লাহ। বরিশালের জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. জাকারিয়া। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপিটিইউ'র পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরী। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা ও কর্মশালার প্রেক্ষিত উপস্থাপন করেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের (বিআইজিডি) টিম লিডার ড. মির্জা হাসান, সহ সরকারি-বেসরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিটিইউ-এর
নতুন মহাপরিচাকের দায়িত্ব গ্রহণ

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এর মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন **মোহাম্মদ সোহেলের রহমান চৌধুরী**। সরকারি ক্রয় বিষয়ে জাতীয় প্রশিক্ষক মোহাম্মদ সোহেলের রহমান চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০২০ এর ১ মার্চ। ২২ জানুয়ারি ২০২০ তাঁর নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই যুগ্ম সচিব-এর আগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর জেনারেল ম্যানেজারের (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) দায়িত্ব পালন করেন। মোহাম্মদ সোহেলের রহমান চৌধুরী ১৩তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে সিপিটিউ সফল অগ্রযাত্রার পথে ধাবমান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নাগরিক অভিযোগ ও প্রতিকার

ময়মনসিংহের গাঙ্গিনারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সিটিজেন মনিটরিং গ্রুপের সদস্য গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ মাঠ কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানান স্কুলের বেস ঢালাই সঠিকভাবে হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করে জানানো হয়।

২৯ জানুয়ারি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে অভিযোগ তদন্তে যান। সেখানে অভিযোগকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোবাইলে ছবি দেখান তাঁকে। এরপর উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার সঠিকভাবে বেস ঢালাই হবে বলে অভিযোগকারী ও সাধারণ নাগরিকদের আশ্বস্ত করেন।

দুই দিনব্যাপী রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ

দেশব্যাপী ৪৮ উপজেলায় নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রমকে গতিশীল করে তোলার জন্য গত ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ২০২০, ঢাকার ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে দুই দিনব্যাপী রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় বিআইজিডি ও ব্র্যাক সিইপি এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

বিআইজিডি মাঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্র্যাক সিইপি এর উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকরা যোগ দেন। বিআইজিডির সৈয়দা সেলিনা আজিজ, মাহান উল হক, ফারহানা রাজ্জাক, ইভান ইকরাম, ইরিনা মাহমুদ এবং ব্র্যাক সিইপির রবিউল ইসলাম মোট ৪টি সেশনে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পদ্ধতি, রিপোর্টিং প্রক্রিয়া ও যোগাযোগের উপকরণ প্রস্তুত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বাস্তবায়নের নানা চ্যালেঞ্জ, নতুন দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কর্মকর্তারা।

ডিম্যাপ প্রকল্পের প্রিন্সিপাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট মোস্তা গাউসুল হক এবং সিনিয়র কমিউনিকেশন্স কনসালটেন্ট শফিউল আলম এই কর্মশালায় যোগদান করে মাঠ কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: ত্রৈমাসিক অগ্রগতি কর্মকান্ড মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত

কর্মকান্ড	মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত
গ্রুপ তৈরি	৭৮
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	৭৮
সাইট মিটিং	৮৩
নাগরিকের অভিযোগ	৯৭
নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের অভিযোগ	৭৫

সম্পাদক: সেলিনা আজিজ | নির্বাহী সম্পাদক: ইভান ইকরাম
বিষয়বস্তু সম্পাদক: ইনসিয়া খান | পরিকল্পক: মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক